বর্ধমান জিলা পরিষদ

কারিগরি বিভাগ

কোর্ট কম্পাউন্ড, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান (পিন-৭১৩১০১)

ফেরী ইজারার জন্য দরপত্র আহ্বান (সীল মোহর করা খামে)

স্মারক সংখ্যা ঃ- ডি.ই./ফেরী /06 তারিখ ঃ-04.04.17

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলা পরিষদের অধীন কাটোয়া/কালনা/সদর মহকুমা এলাকায় নিম্নলিখিত ফেরীঘাট সমূহের জন্য সীল মোহর করা খামে **তিন বছরের জন্য** (২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ আর্থিক বর্ষে) দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। সমস্ত দরপত্র নিম্নলিখিত তারিখ, সময় সূচী অনুযায়ী জিলা বাস্তুকার, বর্ধমান জিলা পরিষদের অফিসে নির্দিষ্ট বাক্সে জমা দিতে হইবে। দরপত্র নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে অফিস চলা কালীন যে কোন সময়ে জমা দেওয়া যেতে পারে।

নীলামে অংশগ্রহনকারী ব্যাক্তি/সংস্থা কখনই অফিস কর্তৃক সংরক্ষন মূল্যের কম ডাক দিতে পারিবেন না। সংরক্ষন মূল্যের থেকে কম ডাক দিলে সেই ব্যাক্তি/সংস্থা পরবর্তী একই আর্থিক বর্ষে আর নীলামে অংশগ্রহন করিতে পারিবেন না এবং তার দরপত্রের সাথে দেওয়া জামানতের টাকাও তৎক্ষনাত বাজেয়াপ্ত হইবে।

সর্বোচ্চ সফল দরদাতাকারীকে বাকি অর্থ দরপত্র খোলার দিনই অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল, ২০১৭ (শুক্রবার) নগদে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টের মাধ্যমে বর্ধমান জিলা পরিষদের নামে প্রথম বছরের ডাকের অর্ধেক টাকা তৎক্ষনাত জমা দিতে বাধ্য থাকিবেন, নতুবা তাঁর জামানতের পুরো টাকা তৎক্ষনাত বাজেয়াপ্ত হইবে। প্রথম বছরের বাকি অর্ধেক টাকা পরবর্তী ৭-(সাত) দিনের মধ্যে জমা দিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা প্রদান না করিলে নিম্নস্বাক্ষরকারী অঙ্গীকার পত্র বাতিল করিতে বাধ্য থাকিবেন।

সর্বোচ্চ সফল দরদাতাকারী প্রথম বছরের অনুমোদিত ডাকের অর্ধেক টাকা ডাকের দিনই ডাক শেষ হইবার পর জমা দিতে না পারিলে, জামিন জমার সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে ও সর্বোচ্চ দরদাতাকারীকে বাতিল করিয়া, পরবর্তী সর্বোচ্চ সফল দরদাতাকারীর দেওয়া দর পূর্বক্ত একই নিয়মে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে দেওয়া যেতে পারে।

সর্বোচ্চ সফল ডাককারী ঘাট নেওয়ার প্রথম বৎসর শেষ হইবার ৩-মাস (তিন মাস) পূর্বে দ্বিতীয় বৎসরের জন্য অনুমোদিত ডাকের সম্পূর্ন অর্থ মিটাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। তিনি যদি উক্ত অর্থ নির্ধারিত দিনের মধ্যে জমা দিতে না পারেন, তবে তাঁর অঙ্গীকারপত্র বাতিল করা হইবে ও পুনরায় নতুন করিয়া ঘাট নীলাম হইবে। তৃতীয় বৎসরের জন্য অনুমোদিত ডাকের অর্থ দ্বিতীয় বৎসর শেষ হইবার ৩-মাস (তিন মাস) পূর্বে সম্পূর্নরূপে জমা না করিলেও পূর্বোক্ত একই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে দরপত্র জমা দিবার পূর্বে ঘাটের অবস্থান, নদীর প্রকৃতি, উভয় দিকের রাস্তা ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক বিবেচনা করিয়া দরপত্র জমা দিতে হইবে। পরে এ বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। **সরকারি আদেশনামা অনুযায়ী নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই গ্রহন করিতে হইবে (যাহা সংযোজিত করা হল)।** প্রতিটি ফেরীঘাটের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে দরপত্র সাদা কাগজে দর উল্লেখ করে নিম্নলিখিত তথ্য সহ জমা দিতে হইবে।

১) ভোট দেওয়ার পরিচয় পত্রের নকল।

২) নির্দিষ্ট **জামিন জমার অর্থ**, ড্রাফ্ট/পে অর্ডার-এর মাধ্যমে জিলা বাস্তুকার, বর্ধমান জিলা পরিষদ-এর অনুকূলে, বর্ধমান শহরের কোন সিডিউল ব্যাঙ্ক এর উপর প্রদেয় দিতে হইবে। **(Earnest money through Bank Draft/Pay order will be in favour of District Engineer, Zilla Parishad, Burdwan, payable at Burdwan)**

বর্ধমান জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সাত দিনের মধ্যে ফেরী মাশুলের হারের তালিকা সহ (যার মেমো নং-৬৭৮২-পি.এল./ও/এক/২বি-১/২০০৪ (অংশ-১) তাং-২১/১২/২০০৫) কুবলিয়ত জিলা পরিষদের নির্দেশমত ২ জন বিশিষ্ট জামিনদাতার নাম, ঠিকানা ও সহি সহ লেখা পড়া করিয়া রেজিষ্ট্রি করিয়া দিতে হইবে, অন্যথায় বন্দোবস্ত বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

অসফলকারী ডাকদাতাগণের জামিন জমার টাকা জিলা বাস্তুকারের বিবেচনা মত ডাক শেষ হইবার পর ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত ব্যক্তি/সংস্থা পূর্বে জিলা পরিষদের দেওয়া টাকা পরিষোধ করেন নাই বা জিলা পরিষদের শর্তানুযায়ী ঘাট ঠিকমত চালাইতে পারেন নাই তাহাদের দেওয়া দরপত্র গ্রহন করা হইবে না। ফেরী মাশুলের হারের তালিকা ও চুক্তিপত্রে বর্নিত অন্যান্য শর্তাবলী সমূহ ডাকে অংশগ্রহন করিবার পূর্বেই জিলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে/অফিসে দেখিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ডাক গ্রহন করিতে বাধ্য নহেন। এই বিজ্ঞপ্তির প্রচারিত হইবার পরও অনিবার্য্য কারনে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ কোন কারন না দর্শাইয়া প্রকাশিত যে কোন ফেরী ঘাটের বা সমস্ত ফেরী ঘাট গুলির দরপত্র বাতিল করিবার/অনুমোদন করিবার অধিকারও সংরক্ষিত রাখিতেছেন।

ক্রমিক সংখ্যা	ফেরীঘাটের নাম	মহকুমার নাম	দরপত্র জমা দিবার স্থান	সিলমোহর করা খামে সমস্ত তথ্য সহ দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ও তারিখ	জামিন জমার পরিমান (টাকা)	ডাকের সর্বনিম্ন পরিমান (টাকা)	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়
১.	শিল্যা	বর্ধমান সদর	জেলা বাস্তুকার অফিস, বর্ধমান জিলা পরিষদ	সময় – ২.০০ ঘটিকা এবং তারিখ – ২১/০৪/২০১৭ (শুক্রবার)	১,২৫,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৩.০০ ঘটিকা, তারিখ- ২১/০৪/২০১৭ (শুক্রবার)
২.	বেগুনকোলা	কাটোয়া			২৫০/-	১,০০০/-	
৩.	মালতিপুর	কালনা			৫০০/-	৪,০০০/-	
৪.	হাটকালনা				৫০০/-	৪,০০০/-	
৫.	কাষ্ঠশালী				১,০০০/-	৫,০০০/-	
৬.	এড্রাকপুর (চুপি)				২০,০০০/-	৫০,০০০/-	
৭.	চরকমলনগর				৫০০/-	৪,০০০/-	
৮.	নসরৎপুর				১,৫০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	

04/04/2017
জেলা বাস্তুকার
বর্ধমান জিলা পরিষদ

স্মারক সংখ্যা :- ডি.ই./ফেরী /06/100 তারিখ :-04.04.17

প্রতিলিপি-

মাননীয় সভাধিপতি/নির্বাহী আধিকারীক/অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারীক/অর্থ নিয়ামক ও মূখ্য হিসাব আধিকারীক/কর্মাধ্যক্ষ, পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি/সচিব, বর্ধমান জিলা পরিষদ/মহকুমা শাসক (সকল)/নির্বাহী বাস্তুকার, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা, বর্ধমান ডিভিশন/দূর্গাপুর ডিভিশন/সভাপতি (সকল পঞ্চায়েত সমিতি)/নির্বাহী আধিকারিক (সকল পঞ্চায়েত সমিতি)/সহ বাস্তুকার (সকল), জিলা পরিষদ/অবর সহ বাস্তুকার (সকল), জিলা পরিষদ/প্রধান সংশ্লিষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত/জেলা তথ্য বিশ্লেষক, বর্ধমান জিলা পরিষদ এর অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হইল।

04/04/2017
জেলা বাস্তুকার
বর্ধমান জিলা পরিষদ

বর্ধমান জিলা পরিষদ

কারিগরি বিভাগ

কোর্ট কম্পাউন্ড, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান (পিন-৭১৩১০১)

ইজারাদারদের ইজারার বিষয়ে প্রযোজ্য বিশেষ শর্তাবলি

স্মারক সংখ্যা-ডি.ই./ফেরী/06/100 তারিখ-04.04.17

১. প্রতিটি যাত্রীবাহী নৌকাতে লাইফ জ্যাকেট সহ আনুসাঙ্গিক সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক।

২. ফেরীঘাটের দুপাশে মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারে ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

৩. প্রতিটি ফেরীঘাটে অবশ্যই ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ডুবুরি রাখা বাধ্যতামূলক।

৪. শিশু সহ যে সমস্ত যাত্রী সাঁতার জানেন না তাদের নৌকায় ওঠার আগে লাইফ জ্যাকেট বা সেফটি বেল্ট পড়ানো বাধ্যতামূলক।

৫. পারাপারকারী যাত্রীদের অবশ্যই টিকিট দেওয়া বাধ্যতামূলক। শিশুদের কোন ভাড়া নেওয়া চলবেনা কিন্তু তাদের পাশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

৬. প্রতিটি ফেরীঘাটের প্রবেশপথ ও বাহির পথের গেটে তালা ও চাবির ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

৭. নৌকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী ওঠার পর গেট বন্ধ করে দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত পরিমান কর্মচারী নিয়োগ বাধ্যতামূলক।

৮. পরিবহন ব্যবস্থার মতো নিয়ম করে প্রতিটি নৌকার ফিটনেশ পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক।

৯. ফেরীঘাটের ইজারাদারকে নিজস্ব খরচে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক।

১০. প্রতিটি যাত্রীবাহী নৌকায় যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা নৌকায় ও ফেরীঘাটে লিখে রাখা বাধ্যতামূলক।

১১. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফেরী মাসুলের তালিকা প্রতিটি ফেরীঘাটে টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক।

১২. স্নানের ঘাট ও যাত্রী পারাপারের ঘাট অবশ্যই আলাদা করতে হবে।

১৩. নৌকার মাঝি সহ সমস্ত কর্মচারীর সচিত্র পরিচয় পত্র ফেরীঘাটে রাখা বাধ্যতামূলক।

১৪. প্রতিটি ফেরীঘাটে এবং নৌকাতে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

১৫. নৌকাপিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আলাদা আলাদা ফাইল রাখা বাধ্যতামূলক।

১৬. ২৪ ঘন্টা ফেরীঘাটে কর্মচারী থাকা বাধ্যতামূলক।

১৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খেয়া পারাপার বন্ধ রাখতে হবে।

১৮. যাত্রী নামা-ওঠার জন্য উপযুক্ত নিরাপদ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৯. ফেরীঘাটে প্রতিটি নৌকার ক্রমিক সংখ্যা লেখা বাধ্যতামূলক।

২০. ফেরীঘাটে একজন নৈশপ্রহরী রাখা বাধ্যতামূলক।

২১. লিজগ্রহীতাকে ফেরীঘাটের সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের সাথে দুরাভাষে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বদা রাখা বাধ্যতামূলক।

২২. স্থানীয় প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন যে কোন সময় ফেরীঘাটের ব্যবস্থাদি সরজমিনে তদারকি করিতে পারে এ বিষয়ে ইজারাদারকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

04/04/2017

জেলা বাস্তুকার
বর্ধমান জিলা পরিষদ

=========:::=========